CBCS

CC-3   2 Marks

10) পিতৃঋণ :- ব্রহ্মচর্য যথাযথ নিষ্ঠার সাহায্যে পালনের পরে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে পুত্র উৎপাদনের মাধ্যমে পিতৃঋণ মোচন করা অবশ্য কর্তব্য।

11) অনুমান কাকে বলে ?

উঃ- জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে। জানা থেকে অজানাকে জানার প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে।

স্বভাববাদ

12) যদৃচ্ছাবাদ :- (কোনো কোনো চার্বাক সম্প্রদায়ের মতে, কার্য ও কারনের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকৃত না হলেও স্বভাবের কারনতা স্বীকার করা হয়।) আবার, (কোনো কোনো চার্বাক সম্প্রদায়ের মতে, বস্তুর স্বভাবের কারনতা স্বীকার করা হয় না। তাদের মতে, চতুর্ভূত লক্ষ্যহীনভাবে, উদ্দেশ্যহীনভাবে, যদৃচ্ছভাবে, সম্পূর্ন আকস্মিকভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে জগতের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।

13) বৈভাষিক সম্প্রদায় :— বৈভাষিকগন সর্বাস্তিবাদী। এদের মতে, বাহ্য জগতের মন নিরপেক্ষ সত্তা আছে। বাহ্যজগত বলতে বোঝায় ঘট, পট ইত্যাদি বস্তু। আর মনোজাগতিক বস্তু বলতে বোঝায় ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি। বাহ্য জগতে যেমন ঘট, পট আছে, অর্ন্তজগতেও তেমনি ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। ঘটজ্ঞান বা পটজ্ঞানের কারন হল ঘট, পট। অতএব, ঘট ও পট মন নিরপেক্ষভাবে আছে। বৈভাষিক মতে, বাহ্য জগতের অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভর করে না। তাদের মতে, বাহ্য বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি। বস্তুটি যেমন আমরা তেমন করেই জানি।

14) সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় :- সৌত্রান্তিকগন সর্বাস্তিবাদী এবং হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত। 'ত্রিপিটক'-এর মধ্যে সুত্ত পিটকের উপর বেশিগুরুত্ব আরোপ করেন বলে এরা সৌত্রান্তিক নামে পরিচিত। এরা বাহ্যজগত ও মনোজগত উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, বাহ্যবস্তুর মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকলেও তাকে আমরা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানি না বা জানতে পারি না, জানি অনুমানের সাহায্যে। ঘটের সঙ্গে চক্ষুর সন্নিকর্ষ হলে বিজ্ঞান বা চেতনা ঘটাকার ধারন করে। আমরা এই চেতনার আকারকে প্রত্যক্ষ করি। এবং এই আকারের মাধ্যমে বাহ্য ঘটকে অনুমান করি। সুতরাং, সৌত্রান্তিকরা বাহ্য অনুমেয়বাদী।

—x—